

Andrew Marvell

Born 1621, Winstead, England

Died 1678, London, England

Occupation Poet, Politician

Nationality English



জীবন ও সাহিত্যকর্ম

ক. প্রকৃতিপ্রীতি কাব্যিক অনুভূতির চলমান সারথী। বন-বনানী, ছায়াঘেরা কুঞ্জ বিথীকা, পদ্ম, পলাশ, হিজল, তমাল, কচি কিশলয়, উড়ন্ত হংস বলাকা, সবুজ শ্যামলিমায় মাঠ-প্রান্তর, চৈতি চাঁদের জ্যোৎস্না প্রাবিত রজনী এসব নৈস্বর্গিক ঐশ্বর্য সর্বকালে সর্বদেশে কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী-গল্পী; চিত্রীদের আঁখি পল্লবে স্বপ্নাঞ্জল ঐকে দেয়। হৃদসরোবর কল্পনা, আবেগ-উচ্ছ্বাসে দুকূলপ্রাবিত হয়ে ওঠে। ফুটেতে গুরু করে সঙ্গীত কাব্য-কবিতার শতদল। মারভেল সেই প্রকৃতি চেতনার কবি। প্রেমের কবি। সৌন্দর্যের কবি। প্রকৃতির কবি। শহুরে সভ্যতার যন্ত্রণাকাতর যন্ত্রজীবন ছেড়ে ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় পল্লী প্রান্তরই তাঁর কবিতার চারণ ভূমি। তবে প্রকৃতিপ্রীতির পাশাপাশি তাঁর কবিতায় স্বদেশানুভূতি, ধর্মতত্ত্ব, প্রেম-বিরহ, হিউমার, আয়রনী, উইট এসবও উঠে এসেছে নিপুণ পরিচর্যায়। এই প্রতিভাধর কবি মারভেল জন্মগ্রহণ করেন ১৬২১ সালের ৩১শে মার্চ, লন্ডনের ইয়র্কশায়ারে। তাঁর বাবা ছিলেন পাদ্রী। মারভেল ছিলেন বাবা মায়ের প্রথম ছেলে এবং পরিবারের চতুর্থ সন্তান। মারভেলের পরে তাঁর আর একটা ভাই মাত্র এক বছর বয়সে মারা গেল। সুতরাং মারভেলই হচ্ছে পরিবারের একমাত্র পুত্র সন্তান। বড় তিন বোন হচ্ছে এ্যানি, মেরী ও এলিজাবেথ। তিন বোনের এক ভাই। বোনদের কোলে কোলে আদরে আদরে বেড়ে উঠেছেন মারভেল।

এই মারভেলই পরবর্তীকালে কস্ট্যান্টিনোপলে কূটনীতিক হিসেবে কাজ করেন। বন্ধুত্ব অর্জন করেন জন মিলটনের মতো নামী-দামী কবির। জন মিল্টন এক সময়ে কমনওয়েলথের বৈদেশিক সেক্রেটারি ছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি শক্তি কমে আসার কারণে মারভেলকে মিলটনের সহকারী নিয়োগ করা হয় ১৬৫৭ সালে। তাঁর নিজ শহর হাল থেকে তিনি সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হন এবং আমরণ তিনি পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন।

ছোট বেলায় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল একটা গ্রামার স্কুলে। বার বছর বয়সে তিনি যান ক্যামব্রিজে। ১৬৩৮ সালে তিনি বি. এ ডিগ্রি অর্জন করেন। মারভেলের মাতৃ বিয়োগ ঘটে ১৬৩৮ সালে। ১৬৪১ সালে হাম্বার নদী অতিক্রম করার সময় নৌকা ডুবি হয়ে তাঁর বাবাও মারা যান। সলিল সমাধি হলো তাঁর। মারভেল তখনও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এম. এ. ক্লাসে পড়ছেন। বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে ছুটে আসলেন বাড়িতে। এরপরে আর তিনি লেখা পড়ায় ফিরে যাননি। ১৬৪২ থেকে ১৬৪৪ সালের মধ্যে তিনি ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। মারভেল যখন ক্যামব্রিজের ছাত্র ছিলেন তখন ক্যামব্রিজে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল Richard Lovelace. বিদেশ ভ্রমণ শেষে মারভেল যখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি তাঁর এই বন্ধুকে ঘিরে একটি কবিতা রচনা করেন। এটি হচ্ছে ম্যাটাফিজিক্যাল কবি মারভেলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা। এরপরে ১৬৪৮ সালে এবং ১৬৫০ সালে তিনি দু'একটা কবিতা রচনা করেন। মারভেল শত শত বা হাজার হাজার কবিতা রচনা করেননি। তাঁর কবিতা সংখ্যায় খুব কম। হাতে

গোনা। মাত্র ৪০টি কবিতা রচনা করেন তিনি। মারভেল ল্যাটিন ভাষায়ও দক্ষ ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় রচিত এই ৪০টি কবিতা ছাড়াও ল্যাটিন ভাষায় তাঁর দু'চারটি কবিতা পাওয়া যায়।

খ. সাইলোজিজম (Syllogism) মূলত ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তিধারা বিশেষ। এতে দুটি প্রতিজ্ঞা বা তথ্য থাকে এবং শেষে একটি সিদ্ধান্ত থাকে। মারভেলের কবিতা সাইলোজিজমিক গঠন রীতিতে গঠিত। এরূপ কবিতা তিনটি অংশে বিভক্ত থাকে। প্রথম অংশ 'If' দিয়ে শুরু হয় এবং এ অংশে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয় অংশ 'But' দিয়ে শুরু হয় এবং এ অংশে ঐ সমস্যা সমাধানের পক্ষে নানাবিধ যুক্তি তুলে ধরা হয়। তৃতীয় অংশ 'Therefore' দিয়ে শুরু হয় এবং এ অংশে একটা সিদ্ধান্ত বা উপসংহার টানা হয়। 'To His Coy Mistress' কবিতায় এই গঠনরীতি স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়।

'To His Coy Mistress' কবিতায় যে লজ্জাবতীর ঘুম ভাঙাতে তিনি চেষ্টা করেছেন, হয়তোবা মারভেল সে লজ্জাবতীর ললিত লতায় শিহরণ জাগাতে পারেননি। তাই মারভেল থাকলেন চিরকুমার। ১৬৭৮ সালের ১৬ই আগস্ট কটনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, চিরকুমার কবি মারভেলের জীবনাবসান ঘটে লভনে। তাঁর মৃত্যুর পর ১৬৮১ সালে প্রথম তাঁর কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতা সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু কারুকার্যে, গভীরতায়, গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় চরমোৎকর্ষিত। 'To His Coy Mistress' এবং 'The Definition of Love' তাঁর অমর সৃষ্টি। সাহিত্যের কাননে এ ধরনের স্নিগ্ধ মাধুরীময় সৃষ্টি অনুসন্ধানে দুর্লভ, দুর্লক্ষ্য।

ইংরেজি সাহিত্যে রেনেসাঁ যুগের শেষ দিকের কবি এ্যাব্রু মারভেলের কবিতাগুলো তাঁর পূর্বসূরি জন ডানের কবিতার মতো দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন : প্রেমাশ্রয়ী কবিতা ও ধর্মাশ্রয়ী কবিতা।

প্রেমাশ্রয়ী কবিতাগুলোর মধ্যে 'To His Coy Mistress' এবং 'The Definition of Love' শীর্ষসনে রয়েছে। 'To His Coy Mistress' কবিতায় কবি এক লজ্জাবতীকে প্রেমের আহ্বান জানিয়েছেন। সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। যদি তাঁকে সময়ের কাছে পরাজিত হতে হয় সেই আশংকায় কবি তাকে এখনই প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছেন :

'Had we but world enough, and time,
This coyness lady were no crime.'

কবি তাঁর আধো ফোটা রূপে বিমুগ্ধ। তিনি সেই চপলার প্রতি অঙ্গের পূজা করতেন বহু বছর ধরে যদি তাঁর হাতে অফুরন্ত সময় থাকতঃ

'An hundred years should go to praise
Thine eyes, and on thy forehead gaze,
Two hundred to adore each breast:
But thirty thousand to the rest.
An age at least to every part,
And the last age should show your heart.'

বিমুগ্ধ নয়নে উদ্ঘাটন করেছেন তার অঙ্গে অঙ্গে থরে বিথরে সাজান রূপ :

'Now therefore, while the youthful hew
Sits on thy skin like morning dew.'

রবীন্দ্রনাথ যেমন আবিষ্কার করেছিলেন গিরিবালায় অঙ্গে অঙ্গে গিরিকাননের সমস্ত সৌন্দর্য।

'Young Love' কবিতায়ও অনুরূপ সুরের অনুসরণ শোনা যায়। এখানে আধো ফোটা পুঁ সম এক বালিকাকে কবি প্রেমের আহ্বান জানিয়েছেন। কবির আশংকা হয় যে এই মেয়েটি পরিপূর্ণ যৌবনা হতে হতে কবির অথবা মেয়েটির জীবনাবসনও ঘটে যেতে পারে। কাজেই সময়কে পরাজিত করতে হলে এখনই ভালবাসা উচিত। এই বালিকাকে প্রেয়সীরূপে কল্পনা করে বালিকা বধূর সুখ-স্বপনে কবি

বিমোহিত। এই চপলা-চঞ্চলা বালিকা যোল কলায় পরিপূর্ণ যৌবনে পৌছতে পৌছতে অন্য কোন প্রেমিকের চোখও পড়তে পারে তার উপর। তাই কবি এখনই তাকে প্রেমের মুকুট পরাতে চান। 'Young Love' কবিতার শেষ চারটি স্তবকে এ সম্পর্কে কবির বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং যুক্তিসমৃদ্ধঃ

'Now then love me: time may take
Thee before thy time away:
Of this need we'll virtue make,
And learn love before we may.
So we win of doubtful fate;
And if good she to us meant,
We that good shall antedate,
Or, if ill, that ill prevent.

Thus as kingdoms, frustrating
Other titles to their crown,
In the cradle crown their king,
So all foreign claims to drown.

So, to make all rivals vain,
Now I crown thee with my love:
Crown me with thy love again,
And we both shall monarchs prove.'

'The Definition of Love' কবিতায় Spiritual love বা Platonic love এর উপর জোর দেয়া হয়েছে। Physical love-কে কবি এখানে দূরে সরিয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন আত্মিক প্রেমকে যা অনন্ত অসীম। দুর্বল কামনা তাঁর এই আত্মিক ভালবাসার রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায় না। ইহা বিশুদ্ধ প্রেম, খাঁটি প্রেম। এ কবিতার শেষ দু'লাইনে কবি বলেছেন :

'Is the conjunction of the mind,
And opposition of the stars.'

'The Fair Singer' কবিতায় কবি তাঁর প্রেমিকার দু'টি বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। একটা হচ্ছে তার বাঁকা চোখের দৃষ্টি এবং অপরটি হচ্ছে তার সুরেলা কণ্ঠস্বর। বাঁকা চোখের দৃষ্টি বাঁকা ছুরির মতো আঘাত হানে কবির গভীর মর্মে। কবি তার রসাল চাহনিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। সেই মায়ী হরিণীর চাহনির আবেদন মর্মস্থলে হানে পঞ্চবান। কবি বুঝলেন, 'ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাঁকী।' তাই কবি বলেছেন তাঁর সাথে পরাজিত হতে বাধ্য। তারপরে আছে প্রিয়ার সুরেলা কণ্ঠস্বর যা দিয়ে বন্দি করেছে কবির মন। এই দুই সম্মোহিনী শক্তির যে কোন একটা যদি মেয়েটির থাকত তবে কবি হয়ত তার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আনতে পারতেন :

'That while she with her eyes my heart does bind,
She with her voice might captivate my mind.
I could have fled from one but singly fair.'

এছাড়াও রয়েছে তার মেঘ বরণ কেশ। এ যেন 'ঝরা পালক'-এর কবি জীবনানন্দ দাশের :

'চুল তার কবেকার অঙ্ককার বিদিশার নিশা'।

তাই কবি তাঁর সাথে প্রেমের বিনিসুতার মালায় আবদ্ধ হতে বাধ্য।

'On a Drop of Dew' এবং 'Dialogue Between The Resolved Soul and Created Pleasure' এসব কবিতা হচ্ছে তাঁর ধর্মশ্রয়ী কবিতা।

To His Coy Mistress

অনুবাদ: জয়নুল আবেদীন

মূল কবিতা

ধাকত যদি আমাদের অনেক পৃথিবী, অসীম সময়,
তব এ লাজ তবে হতো না গো অপরাধ।
আমরা বসে বসে ভাবতাম কি করে
চলব, কাটাব মোদের ভালবাসার অফুরন্ত সময়।
তুমি থাকতে ভারতের গঙ্গা নদীর তীরে
আহরিতে মুক্তা; আমি থাকতাম
বিরহের গান গাইতে হাঘর নদীর তীরে।
আমি তোমাকে ভালবাসতে শুরু করতাম প্রাবনের
দশ বছর আগে থেকে;
আর তুমি যদি আমার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করতে
কিয়ামত পর্যন্ত।
আমার দ্রুত বেড়ে ওঠা ভালবাসা
ছাড়িয়ে যেত বিশাল সাম্রাজ্যের সীমানা প্রাচীর।
শত বর্ষ কাটাতাম তব আঁখি বন্দনায় এবং
তব কপালের শিহরণ জাগা দৃষ্টিতে।
তোমার প্রতি স্তনের পূজা করতাম দু'শ বছর ধরে
অবশিষ্ট তনু পূজিতাম ত্রিশ হাজার বছরে
তব প্রতি অঙ্গ পূজিতাম কমপক্ষে এক যুগ
এবং শেষ অঙ্কে দেখা পেতাম তব হৃদয়ের।
প্রিয়তমা, এ মর্যাদা প্রাপ্য তোমার
আর এর থেকে কম মূল্যে তোমায় আমি ভালবাসতাম না।
কিন্তু সর্বদা গুনি মোর পিছে
সময়ের ডানায়ুক্ত রথ দ্রুত আসছে কাছে
আমাদের সামনে বিস্তৃত রয়েছে
অনন্তের অনেক মরু অঞ্চল।
তব অপরূপ রূপ আর দেখা যাবে না;
তব মার্বেল মোড়ান কবরে ঢুকবে না
মম গানের তান; তখন কবরের পোকা
হরণ করবে তোমার দীর্ঘকালের সুরক্ষিত কুমারিত্বকে বোকা
এবং তোমার সুন্দর সন্ধান মিলাবে ধরার ধূলয়;
ছাই-ভস্ম হয়ে যাবে আমার সকল কামাকাঙ্ক্ষা।
কবর নিঃসঙ্গ, একান্ত স্থান,
কিন্তু কেউ সেখানে করে না আলিঙ্গন।

এখন যখন তোমার বর্ণিল যৌবন আভা
 শিশিরের মতো অঙ্গে অঙ্গে আনে শোভা,
 যখন তোমার আত্মা স্বেচ্ছায় প্রকাশে
 প্রতি লোমকূপ হতে ঝরে তাৎক্ষণিক আশুন,
 এসো না প্রিয়া আমরা একটু খেলা করি;
 কামুক পাখির ন্যায়,
 নতুবা চল কালকে গ্রাস করি,
 কালের চোয়ালে জীর্ণ হব না।
 চল আমাদের সমস্ত শক্তিকে পাকিয়ে তুলি
 সকল মাধুরী নিয়ে একটা বল তৈরি করে ফেলি
 এবং সকল আনন্দাশ্রু নিয়ে আসি,
 জীবনের লৌহ কপাট ভেঙ্গে।
 আমরা আমাদের সূর্যকে পারব না
 স্থির রাখতে, আমরা তাকে চালু রাখব।

কবিতার সারসংক্ষেপ

কবি এন্ড্রু মারভেল তাঁর “To His Coy Mistress” কবিতায় আকাঙ্ক্ষা করেছেন ভালোবাসার জন্য অফুরন্ত সময়। কবি বলেন, তিনি তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে বসে বসে ভাবতেন কী করে কাটাবেন দীর্ঘ সময়। কবি তাঁর প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি ভারতের গঙ্গা নদীর কিনারায় মুক্তা কুড়াতে আর আমি হাঙ্গার নদীর কিনারে বসে গাইতাম বিরহের গান। কবি বলেন, তিনি তাঁর প্রেমিকাকে ভালোবাসতে শুরু করেছেন নূহের প্রাবনের দশ বছর আগে থেকে। কবি বলেন, তাদের দুজনের ভালোবাসা বিশাল সাম্রাজ্যের সীমানা পার হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ত। তিনি তাঁর প্রেমিকার আঁখিবন্দনা করতেন, গুণের পূজা করতেন আর পুরো শরীরটার পূজা করতেন ত্রিশ হাজার বছর ধরে। কিন্তু কবি শংকিত এই ভেবে যে, তাঁর পিছে সময়ের রথের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কবি মনে করেন তাঁর প্রেমিকার রূপটি হয়তো তিনি আর দেখতে পাবেন না কারণ কবির মৃত্যুর পর প্রেমিকার রূপের চিত্র তাঁর কবরে প্রবেশ করবে না, দেহ হবে ছাইভস্ম, যে দেহকে আর আলিঙ্গন করা সম্ভব হবে না। কবি এ কারণে প্রিয়ার সাথে কিছুটা সময় খেলা করতে চান, কবি জানেন এই সময় আর স্থির থাকবে না, একদিন এ শরীর ছাইভস্মে রূপ নেবে।

কাব্যিক মূল্যায়ন

কবি এন্ড্রু মারভেল তাঁর “To His Coy Mistress” কবিতায় তাঁর প্রেমিকার সাথে জীবনের দীর্ঘ সময় কী করে কাটাবেন সে বিষয় নিয়ে নানা দিকের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর প্রেমিকা যখন ভারতের গঙ্গানদীর তীরে মুক্তা কুড়াবে তিনি তখন হাঙ্গার নদীর তীরে বসে বিরহের গান গাইবেন। আর প্রেমিকা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। কবির প্রেম শেষে ছড়িয়ে যাবে সাম্রাজ্যের সীমানা প্রাচীর পার হয়ে। প্রেমিকার আঁখি বন্দনায় সময় কাটাতেন তিনি, শুধু তাই নয় তিনি তাঁর প্রেমিকাকে ভালোবাসতেন ত্রিশ হাজার বছর ধরে এবং প্রেমিকার প্রতিটি অঙ্গের পূজা করতেন এক যুগ ধরে, স্তনের পূজা করতেন দুশো বছর আর পুরো অঙ্গের পূজা করতেন ত্রিশ হাজার বছর ধরে। কিন্তু কবি এত সব কামনা প্রকাশ করার পরও পেছনে গুনতে পান সময়ের রথের চাকার ঘর্ষর ধ্বনি। কবি মনে করেন সময় দ্রুত তাকে কেড়ে নেবে পৃথিবী থেকে, তিনি তাঁর এই প্রিয়ার

মুখমণ্ডল, তার রূপরাশি আর দেখতে পাবেন না। কবি মনে করেন প্রিয়ার এই রূপের ঝলক কখনোই আর দেখা যাবে না তার মার্বেল বাঁধানো কবরে। প্রিয়ার শরীর ঠুকরে খাবে কবরের কীটেরা, কীটেরা হরণ করবে কবির প্রেমিকার কুমারীত্ব। প্রেমিকার অপরূপ দেহলালিত্য মিশে যাবে ধুলার আন্তরণে, কবি বলেন তাঁরও কামনা-বাসনা সবই পরিণত হবে ছাই ভস্মে। কবি কামনা করছেন, এখনো তাঁর প্রিয়ার শরীরে যৌবনের ঝলমলে বর্ণবিভা, এখনো সেথায় জ্বলে কামনার আগুন। কবি কিছুটা সময় প্রার্থনা করেন তাঁর প্রিয়ার সাথে খেলা করার অথবা সময়কে গ্রাস করে নিজেদের শক্তিকে আরো পাকাপোক্ত করার। কবি মনের সকল মাধুরী মিশিয়ে একটি বল তৈরি করার কথা বলেন, যদিও জীবনের সূর্যকে কবি স্থির রাখতে সমর্থ হবেন না তবুও তিনি কামনা করছেন তাঁর এবং তাঁর প্রেমিকার ভালোবাসাকে চালু রাখতে। এ কবিতায় কবির এক তরফা ভালোবাসার বর্ণিল প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর প্রিয়ার তরফ হতে কোনো সাড়া না পাওয়া গেলেও তিনি তাকে হাজার বছর ধরে ভালোবেসে যাবেন।

The Definition of Love

অনুবাদ: জয়নুল আবেদীন

মূল কবিতা

আমার ভালবাসা হচ্ছে দুর্লভ ভালবাসা
আর ইহার উদ্দেশ্য অদ্ভুত এবং মহিমান্বিত
অসম্ভবের হতাশার উপর আমার
ভালবাসার জন্ম।

গুধুমাত্র উচ্চ মার্গের হতাশাই বলে
আমার ভালবাসা একটা স্বর্গীয় বস্তু,
যেখানে দুর্বল কামাকাঙ্ক্ষা কখনো উড়ে পৌছতে পারে না
গুধুমাত্র বৃথা পাখা ঝাপটান ছাড়া।

আমি পৌছতে পারি দ্রুত
যেখানে আমার শক্তিশালী আত্মা বাঁধা রয়েছে,
কিন্তু নিয়তি সব সময় কিলক ঢোকায়,
আমাদের মাঝখানে।

নিয়তি ঈর্ষার চোখে তাকায়
দুই নিখুঁত প্রেমিক প্রেমিকার দিকে;
তাদের মিলতে দেয় না
তাদের একে নিয়তি ধ্বংস ঘটাবে,
তাই ভাগ্য বৈরাচারী শক্তিতে তাদের ঐক্য ব্যর্থ করে।

তাই নিয়তির লৌহ কঠিন আদেশে

আমাদেরকে দুই মেরুতে রাখা হয়েছে,
 (যদিও আমাদের উপর ডর করেই ঘোরে
 সমগ্র পৃথিবীর প্রেমের চাকা)
 তবুও আমাদের দু'টি দেহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে দেয় না।

যদি না ঘূর্ণায়মান গ্রহ-নক্ষত্রগুলো খসে পড়ে,
 এবং পৃথিবীতে নতুন করে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়;
 আমাদের মিলন সম্ভব হতে পারে যদি না সমগ্র পৃথিবী
 সমতল মানচিত্রে পরিণত হয়।

বাঁকা রেখার ভালবাসা' ভাল
 তারা হয়ত মিলতে পারে প্রতিক্ষণে, প্রতিকোণে
 কিন্তু আমাদের প্রেম খুবই সমান্তরাল,
 যদিও অসীম তবুও মিলতে পারে না কখনো।

অতএব প্রেম আমাদেরকে নিবিড় বন্ধনে বাঁধে,
 কিন্তু ঈর্ষাকাতর নিয়তি আমাদের করে আলাদা,
 এ প্রেমে আছে শুধু হৃদয়ের মিল,
 আকাশের দু'প্রান্তে দু'টি তারার মতন।

কবিতার সারসংক্ষেপ

কবি এন্ড্রু মারভেল তাঁর “The Definition of Love” কবিতায় আধ্যাত্মিক প্রেমের দিকটি উন্মোচন করেছেন। এখানে কবি শারীরিক ভালোবাসাকে প্রাধান্য না দিয়ে আধ্যাত্মিক ভালোবাসার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কবি বলেন, তাঁর ভালোবাসা অনন্ত অসীম এক দুর্লভ ভালোবাসা। দুর্বল কামনা তাঁর ভালোবাসাকে স্পর্শ করতে পারে না। ভালোবাসাকে তিনি স্বর্গীয় বিষয় বলে মনে করেন, এ ভালোবাসায় আছে অনন্ত চিরতৃষ্ণা আর হতাশার মিশ্রণ। কবি বলেন নিয়তি এমনই কঠিন আর নির্মম যে, কবির প্রেমিকার সাথে তাকে মিলতে দেয় না। নিয়তিই তাদের মিলনের পথে একমাত্র বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় সর্বদা। নিয়তির এই শক্তি কবি আর তাঁর প্রেমিকাকে দু মেরুতে রেখেছে, দুজনকে মিলতে দেয় না কখনো। কবি বলেন, তিনি আর তাঁর প্রেমিকা মিলতে পারবেন যদি এই পৃথিবীটা কখনো সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বাঁকা রেখা তো যে কোনো স্থানে মিলতে পারে কিন্তু কবি এবং তাঁর প্রেমিকা দুজনে দুটি সরল রেখায় অবস্থান করছেন এজন্য মিলতে পারছেন না। বক্ররেখা দ্বারা কবি শারীরিক প্রেমের কথা বলেছেন আর সরল রেখা প্রতীকে তিনি বলেছেন আধ্যাত্মিক প্রেমের কথা। মোট কথা কবি এ কবিতায় তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেম চেতনার দিকটি তুলে ধরেছেন।

১ বাঁকা রেখার ভালবাসা। দৈহিক ভালোবাসাকে বোঝান হয়েছে।

কাব্যিক মূল্যায়ন

কবি এড্রু মারভেল তাঁর “The Definition of Love” কবিতায় আধ্যাত্মিক প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। কবি শারীরিক প্রেমকে প্রাধান্য দেননি মোটেই। তিনি বলেন, শারীরিক প্রেমের চাইতে আধ্যাত্মিক প্রেমচেতনা অনেক গভীর। শারীরিক প্রেম সে তো পৃথিবীর ধূলি কাদা মাখা হীনতর প্রেম। কবি মনে করেন তাঁর এই ভালোবাসা এক মহিমাম্বিত ভালোবাসা। যে ভালোবাসায় কদর্য কামনার লেশ মাত্র নেই। কিন্তু নিয়তি কবির ভালোবাসার ক্ষেত্রে যেন শত্রু রূপে দণ্ডায়মান। নিয়তি কবিকে মিলতে দেন না তাঁর প্রেমিকার সাথে। নিয়তি যেন এই নিখাদ ভালোবাসাকে সুদৃষ্টিতে দেখে না, নিয়তি সর্বদা এই ভালোবাসাকে ধ্বংস করে দিতে চায়। কবি মনে করেন, তাদের দুজনের ভালোবাসা স্বর্গীয় এক মহিমা দ্বারা আবৃত যেখানে কোনো কামনা-বাসনার স্থান নেই। নিয়তি দু’জনকে দু’মেরুতে রেখেছে, যদিও এ প্রেমকে ঘিরেই পৃথিবীর চাকা অবিরাম ঘুরছে। কবি মনে করেন এ পৃথিবী উঁচু নীচু খানা খন্দকে ভরা, যদি কখনো এ পৃথিবী সমতলভূমিতে পরিণত হয় তাহলেই তাদের দুজনের মিলন সম্ভব হবে। কবি শারীরিক প্রেমকে বক্র রেখার সাথে তুলনা করে বলেছেন এই বক্র রেখা দুটো যে কোনো অবস্থায় যে কোনো স্থানে মিলিত হতে পারে কিন্তু কবি এবং তাঁর প্রেমিকার ভালোবাসা একেবারে কামগন্ধহীন সহজ সরল দুটো সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে গেছে, এই রেখা যত্রতত্র মিলতে পারে না। দুজনের মাঝে অসীম প্রেম জাগ্রত থাকলেও নিয়তি এই দুটো সরলরেখাকে একত্রিত হতে দেয় না। কবি বলেন, মিলিত হতে না পারলেও দুজনের হৃদয়ে আছে গভীর মিল, দুজনে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, যেন দুটো তারা আকাশের দু’প্রান্তে জ্বলজ্বল করে দীপ্তি পাচ্ছে। আকাশের তারকার জ্বলজ্বল দীপ্তি দ্বারা কবি তাদের ভালোবাসার মহিমাম্বিত রূপের বিষয়টি প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। পরিশেষে বলা যায়, কবি তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেমের দিকটি এ কবিতায় অসাধারণ এক বর্ণবিভার উজ্জ্বলতা দ্বারা প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন।